মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারীতে বিদ্যমান প্রদর্শনীসমূহের তালিকা

১. সাউন্ড ডিশ: এই প্রদর্শনীটির মাধ্যমে শব্দের প্রতিফলন ও কীভাবে বেতার যন্ত্রগুলো কাজ করে তা দেখানো হয়।

২. ম্যাজিক ভিশন: এই প্রদর্শনীর মধ্যে দুটো মনিটর রয়েছে যেখানে নিউটনের সার্বজনীন মহাকর্ষ ও আইনস্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটি'র প্রামাণ্যচিত্র রয়েছে।

৩. টাচ্ দ্যা ফ্রুট: অবতল দর্পনের সামনে প্রধান ফোকাসের মধ্যে কোন বস্তু রাখলে বিম্বটি যে দর্পনের সামনেই পাওয়া যায় তা দেখানো হয়েছে।

৪. ডিসপ্লে ফোন: এখানে অবস্থিত দুটি ডিসপ্লের মাধ্যমে ছবি দেখে একে অপরের সাথে কথা বলতে পারেন।

৫. ম্যাজিক কেটলি: মানুষের চিন্তাশক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে তৈরিকৃত প্রদর্শনীটি অনবরত কেটলি থেকে পানি পড়ার দৃশ্য দেখা যায়।

৬. ব্যালেন্স টেস্টিং: মানুষের ব্যালেন্স অর্গান হলো কান। আর এই কানের সাহায্যে মানুষ কতক্ষণ তার ভারসাম্য ধরে রাখতে পারে তা এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে জানা যায়।

৭. ফ্লাইট সিমুলেটর: এখানে রয়েছে অত্যাধুনিক তিনটি ডিসপ্লে একত্রিত করে একজন পাইলটের বিমান চালনার একটি গেম। এর মাধ্যমে যে কোন দর্শনার্থী নিজেকে পাইলট মনে করে গেমটি খেলতে পারে।

৮. লেজার শো: দর্শনার্থীদের আনন্দ দেয়ার জন্য লেজার রশ্মি দ্বারা তৈরিকৃত স্বল্পদৈর্ঘ্যের ভিডিওচিত্র রয়েছে এখানে।
৯. স্পেসস্যুট: এখানে একজন দর্শনার্থী তার ছবি তুলতে পারেন। আর ছবিটি গিয়ে স্থাপিত হয় স্পেসস্যুট পরিহিত প্রদর্শনীটির মুখমন্ডলে। তখন নিজেকেই স্পেসস্যুট পরিহিত একজন অ্যাস্ট্রোনোমার ভাবতে পারেন।

১০. অ্যাস্ট্রোকালচার: মহাকাশে বা স্পেস স্টেশনে চাষাবাদের যে গবেষণা চলছে এখানে তার একটি মডেল রাখা আছে।

১১. স্পেস এজেন্সি: এখানে মূলত বিভিন্ন দেশের স্পেস এজেন্সি যেমন: নাসা, ইসা, জ্যাকসা ইত্যাদির সাথে লিংক্ড তিনটি অ্যাপল কম্পিউটার রয়েছে। যার মাধ্যমে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে গবেষণাকৃত আপডেট তথ্য পাওয়া যায়।

১২. রিফ্র্যাকটিং ও রিফ্ল্যাকটিং টেলিস্কোপ মডেল: এখানে প্রতিফলক ও প্রতিসরক দুটি টেলিস্কোপের মডেল রাখা আছে। যার মাধ্যমে দর্শকরা টেলিস্কোপের অভ্যন্তরের গঠন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে।

১৩. স্পেস সিকনেস: এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে মানুষ মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ না থাকার ফলে কী ধরনের সিকনেস অনুভব করে তার একটু নমুনা দেখানো হয়।

১৪. হ্যান্ড আই কো-অর্ডিনেশন: কাজ করার ক্ষেত্রে হাত ও চোখের যে অনেক ক্ষেত্রেই সমন্বয় থাকে না তা এখানে দেখানো হয়েছে।

১৫. মিশন কন্ট্রোল: এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে মহাকাশে অবস্থিত একজন নভোচারীকে কিভাবে পৃথিবী থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় বা পর্যবেক্ষণ করা করা হয় তা দেখানো হয়েছে।

১৬. চাঁদের কলা: এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে একজন দর্শনার্থী সহজেই চাঁদ সূর্যের ও পৃথিবীর বিভিন্ন অবস্থানের জন্য চাঁদের কলা তৈরি হয় তা দেখতে পারে।

১৭. ভিআর সিমুলেটর গেম: এখানে অত্যাধুনিক ৩৬০ ভিআর সিমুলেটর গেম রয়েছে। যার মাধ্যমে চিন্তা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

১৮. প্লাজমা টিউব: একটি স্বচ্ছ কাচের টিউবে রাখা গ্যাসের মধ্য দিয়ে একটি আলোকচ্ছটা দেখা যায়। আলোর রেখাটি হাতের স্পর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

১৯. এন্টি গ্রাভিটি গ্লোব: শূণ্যের উপর ভাসমান একটি গ্লোব যা অনবরত ঘূর্ণায়মান।

২০. ঘূর্ণিজল: সাইক্লোনের সময় নদী বা সমুদ্রের পানিতে কী ধরনের ঘূর্ণন তৈরি করে তা এই প্রদর্শনীটিতে দেখানো হয়।

২১. টেলিস্কোপ: ১৬ইঞ্চি ডায়ামিটারের একটি নিউটনীয় টেলিস্কোপ যা ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত জাদুঘরের মানমন্দিরে ব্যবহৃত হয়েছিল।

২২. আর্চ ব্রিজ: ছোট ছোট অনেকগুলো টুকরো দিয়ে তৈরি একটি ব্রিজ যা দ্বারা দেখানো হয় বাংলাদেশের অধিকাংশ ব্রিজের গঠন মধ্যভাগ উঁচু হয় কেন।

২৩. গ্রাভিটি ওয়েল: এখানে নক্ষত্রের চারপাশে গ্রহগুলোর ঘূর্ণন সম্পর্কিত কেপলারের সূত্রগুলোর বাস্তব প্রমাণ দেখানো হয়।

২৪. চাঁদের মানচিত্র: অনেক বড় আকৃতির চাঁদের মানচিত্র রয়েছে।

২৫. আনুশেহ্ আনসারী: মহাকাশে প্রথম মহিলা পর্যটক আনুশেহ আনসারীর অটোগ্রাফযুক্ত ছবি, দুটো কোর্টপিন ও ব্যাজ রয়েছে।